দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 8 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস হ্রাস করুন

-প্রধানমন্ত্রী

বাসস : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতসহ জনগণের প্রতিটি অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি গতকাল (বৃহস্পতিবার) ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১০ উদ্বোধনকালে আরো বলেন, এ লক্ষ্যে সরকার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানসহ বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. মোঃ আফছারুল আমিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ মোতাহার হোসেন, একই মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু আলম মোঃ শহীদ খান এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঝরেপড়া বন্ধে তার সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান ও বিভিন্ন স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা প্রবর্তনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য অবসানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ লক্ষ্যে তার সরকার ইতোমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ২৫ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে এবং আরো ২২ হাজার ৩১৫ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি বলেন, পৃঃ ৫ কঃ ৬

স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যক্রম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এছাড়া এক মাসের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১ হাজার প্রধান শিক্ষক নিয়োগের আর একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিক্ষা পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষার্থীদের ৫ বছরের তুলনায় বিদ্যমান পাঠ্যক্রমের চাপ অনেক বেশি বলে ধারণা করা হয়। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস হ্রাস করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিগত ৭ বছর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাখাত অবহেলিত ছিল। বিশেষভাবে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে দেশে শিক্ষায় গুণগত মানোন্নয়ন ও শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির জনক ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গুণগত শিক্ষাই কেবল সোনার বাংলা গড়তে পারে ধারণা পোষণ করায় দুষ্কৃতিকৃত বাংলাদেশে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দেড় লাখ শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করেন।

নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথমবারের মতো এ বছর বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বিগত সরকারগুলো সময়মত ও সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবই পৌঁছাতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা উল্লেখ করে বলেন, তিন্নি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, সরকার এখন বেশ চাপে থাকলেও ভবিষ্যতে সবার জন্য তিন্নি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার পদক্ষেপ নেয়া হবে। শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন, '২০১১ সালের মধ্যে সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত এবং ২০১৪ সাল নাগাদ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ করতে আমরা ইতোমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। এ ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতাও নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে বিদ্যমান বিভিন্ন পদক্ষেপের সঙ্গে নতুন নতুন কর্মসূচিও গ্রহণ করা হচ্ছে। শেখ হাসিনা আরো বলেন, প্রত্যন্ত ও পার্বত্য এলাকায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সকলের সহযোগিতা পেলে তার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। পরে প্রধানমন্ত্রী গত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় যে সকল শিক্ষার্থী কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করেছে তাদের এবং সেরা শিক্ষক ও সেরা স্কুলকে পুরস্কার ও পদক প্রদান করেন।

আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি শেষে স্কুল শিক্ষার্থীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

মন্ত্রিবর্গ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ, কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিরা, শিক্ষাবিদ এবং পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।